ইউনিট ৪

মানুষ ও সমাজ

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। একাকী সে বাস করতে পারে না। সমাসবদ্ধ হয়ে বাস করা তার জন্মগত স্বভাব। মানুরে সমাজবদ্ধতার বড় কারণ পারস্পরিক সহযোগিতা। এককভাবে কোন মানুষই তার সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে পারে না। বিভিন্নমুখী চাহিদার জন্য মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। সহযোগিতা ছাড়াও মানুষ তার সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশের জন্যও সমাজে বসবাস করে। এরিস্টটল বলেছেন, "মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব। যে সমাজে বাস করে না, সে হয় পশু না হয় দেবতা।" ব্যক্তিকে আপন মহিমায় বিকশিত হতে সমাজের কোন বিকল্প নেই। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : সমাজের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য।
পাঠ-২ : ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক।
পাঠ-৩ : সমাজে বসবাসের কারণ ও সমাজের বিবর্তন।
পাঠ-৪ : সামাজিক পরিবর্তন।

পাঠ-১ : সমাজের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সমাজ বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন ।
- সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করতে পারবেন ।
- সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

সমাজের সংজ্ঞা

একদল মানুষ যখন কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে । অন্যভাবে বলা যায়, পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে গড়ে ওঠা জনসমষ্টিকে সমাজ (Society) বলে ।

সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস (Giddings) বলেন, 'সমাজ বলতে আমরা সেই জনসাধারণকে বুঝি যারা সংঘবদ্ধভাবে কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিলিত হয়েছে ।' (Society is a number of like-minded individuals who know and enjoy their like-mindedness and are therefore able to work together for common ends.)

অধ্যাপক আর.এম. ম্যাকাইভার (Maciver) বলেন, 'আমাদের সামাজিক সম্পর্কে জটিল জালই সমাজ ।' (Society is the system of social relationships in and through which we live).

সমাজবিজ্ঞানী কিম্বল ইয়ং (Kimbal Young) এর মতে, 'সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তিবর্গের সাধারণ পরিচিত । (Society is the general term for persons living in social relations.)

অতএব, যখন কতিপয় লোক তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা বাস্তবায়ন ও নিজের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে একত্রিত হয় ও একটি সংঘবদ্ধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুস্পষ্ট আবাসস্থল গড়ে তোলে তখন তাকে সমাজ বলে ।

সমাজের বৈশিষ্ট্য

সমাজের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করলে সমাজের নিম্নলিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায় –

(১) ঐক্য– ঐক্য সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য । অভ্যাস, মনোভাব, চাওয়া-পাওয়া ও আদর্শগত ঐক্যের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে ওঠে ।

(২) স্থায়িত্ব– সমাজ একটি স্থায়ী বর্গ । তার অর্থ এই নয় যে, সমাজের পরিবর্তন হবে না । সমাজের চিন্তা-ভাবনা, অগ্রগতি, শিক্ষাদীক্ষা ও বিজ্ঞানের অবদানের কারণে সমাজের পরিবর্তন ঘটে । সমাজের পরিবর্তন ঘটলেও সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় না ।

(৩) সাধারণ উদ্দেশ্য– অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, বাসস্থানের নিশ্চয়তা প্রভৃতি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ সমাজবদ্ধ হয় ।

(৪) ভৌগোলিক সীমারেখা– সমাজের সাথে ভূখণ্ডের সম্পর্ক না থাকলেও একটি সমাজকে আর একটি সমাজ থেকে ভৌগোলিক সীমারেখার দ্বারাই পৃথক করা যায় । তবে কোন কোন সমাজ সারা পৃথিবী জুড়ে বিরাজমান ।

(৫) গ্রুপের সমষ্টি– সমাজ কতকগুলো দল বা গ্রুপের সমষ্টি এবং এই গ্রুপগুলো জনসাধারণের মৌলিক সামাজিক চাহিদা পূরণ করে। যেমন– কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি।

(৬) বৈচিত্র্য– সমাজ বিচিত্র রূপের একটি মানবিক সংগঠন। সমাজে হাসি-কান্না, ঐক্য-অনৈক্য, বিরোধিতা-সহযোগিতা, অবহেলা-সহমর্মিতা সবকিছুই বিদ্যমান। ব্যাপক মানবিক সম্পর্কের বৈচিত্র্যময় রূপ হলো সমাজ।

(৭) নৈতিক মূল্যবোধ– সমাজের ভিত্তি হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ। সমাজ কতকগুলো নীতিমালা মেনে চলে এবং নীতিগুলো সমাজকে ধরে রাখে। যেমন– নিষ্ঠা, সততা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা প্রভৃতি।

সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য

সমাজ বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধন করে। মানুষের সামগ্রিক কল্যাণই হলো সমাজের উদ্দেশ্য। নিচে সমাজের উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা করা হলো :

(১) মৌলিক চাহিদা পূরণ করা– সমাজ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করে। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে গড়ে উঠা ব্যাপক ও বিপুল কর্মক্ষেত্রে কাজ করে মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে।

(২) নিরাপত্তা প্রদান করা– নিরাপত্তা লাভের জন্যই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়। সমাজবদ্ধ হয়ে মানুষ পরাক্রমশালীদের আক্রমণ প্রতিহত করে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

(৩) ব্যক্তিত্বের বিকাশ– সমাজ মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশ সাধনের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়।

(৪) মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন– মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো সমাজের মধ্যে লালিত ও অনুশীলত হয়। দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সমঝোতা, সহনশীলতা ও একে অপরকে বিপদে সাহায্য করা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি সমাজবদ্ধ জীবনেই বিকশিত হয়। অন্যদিকে এসব গুণাবলিই সমাজের ভিত্তি।

(৫) মনের সংকীর্ণতা দূর করে– সমাজ মানুষকে ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সামগ্রিক সমন্বয় সাধন করতে শেখায়। সমাজের স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থকে বর্জন করার শিক্ষা মানুষ সমাজ থেকেই লাভ করে। এরূপে মনের সংকীর্ণতা দূর হয়।

(৬) শিক্ষা দান করে– সামাজিক জ্ঞান ও নৈতিকতার শিক্ষা ব্যক্তি সমাজ থেকেই লাভ করে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা ও অন্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার শিক্ষাও মানুষ সমাজ থেকেই অর্জন করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সমাজ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানুষের মৌলিক জ্ঞান বিস্তার করে।

সারসংক্ষেপ

নির্দিষ্ট কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ যখন একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে। মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তার জন্য মানুষ সমাজবদ্ধ হয়। ব্যক্তিত্ব ও মানবিক গুণাবলির বিকাশের জন্যও সমাজ জরুরি। সমাজ ছাড়া মানুষের জীবন কল্পনা করা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) সত্য-মিথ্যা নির্ণয় : সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১। মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সমাজ জরুরি নয়।

২। ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য সমাজ দরকার।

৩। নৈতিকতার শিক্ষা ব্যক্তি সমাজ থেকে লাভ করে।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। সমাজের সংজ্ঞা দিন? সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

২। সমাজ বলতে কি বুঝেন? সমাজের উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। মি, ২। স, ৩। স

পাঠ-২ : ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মানুষ সামাজিক জীব। ব্যক্তিজীবনের ব্যাপক সম্পর্কের রূপই সমাজ। ব্যক্তির সমষ্টিতেই সমাজ গড়ে ওঠে। নিচে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কসমূহ উপস্থাপিত হলো :

১। **ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য** : সমাজ পারস্পরিক লেনদেন ও সহযোগিতার দ্বারা ব্যক্তিজীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে সাহায্য করে এবং সুন্দর ও উন্নত ব্যক্তি জীবন নিশ্চিত করে। সমাজ ব্যতীত ব্যক্তিকে কল্পনা করা যায় না।

২। **ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর নির্ভরশীল** : জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এবং প্রতি বাঁকে সমাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আধুনিককালে জীবনে জটিলতা বৃদ্ধি পাবার ফলে মানুষ অধিকতর সমাজবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। জীবনযাত্রা প্রবাহের সাথে তাল মিলিয়ে সমাজবদ্ধ জীবনের গভীরতা তীব্র থেকে তীব্রতরভাবে অনুভূত হয়।

৩। **আদর্শ সমাজ জীবন গঠনে সম্পর্ক** : ব্যক্তিজীবনের সুকুমার বৃত্তি ও সৎগুণ সমাজের মধ্যেই পালিত ও অনুশীলিত হয়। সমাজ নৈতিক গুণাবলি দ্বারা মানুষের মন হতে কুপ্রবৃত্তিগুলো দূর করে আদর্শ জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলে।

৪। **ব্যক্তির চিন্তাধারা দ্বারা সমাজ প্রভাবিত** : মানবসমাজের অগ্রগতির ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে ব্যক্তির চিন্তাধারা সর্বযুগেই সমাজকে প্রভাবিত করে আসছে। জ্ঞানী, গুণী ও মহৎ আদর্শ ব্যক্তিদের চিন্ত াচেতনা সামাজিক কাঠামো ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে।

৫। **ব্যক্তিজীবনের নিরাপত্তা বিধান** : সামাজিক বিধিনিষেধ ও নিয়মকানুন দ্বারা একদিকে যেমন সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় অপরদিকে ব্যক্তিজীবনের নিরাপত্তা বিধান করে।

৬। **ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য** : সমাজ ব্যক্তিজীবনের সামগ্রিক চাহিদা পূরণে সাহায্য করে। সভ্য ও সুন্দর জীবন গঠনে সমাজ সাহায্য করে বলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

৭। **ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করে** : নীতিহীনতা ও নীতিবিরোধিতা সমাজে অন্যায় বলে পরিগণিত হয়। ফলে সমাজের বিধিনিষেধ ব্যক্তির অধিকার খর্ব না করে বরং সমাজের আর দশজনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করে।

৮। **ব্যক্তি ও সমাজরে গুরুত্বের তারতম্য** : অতীতে সমাজকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো। সমাজপতিগণ জনসাধারণের ওপর কঠোর শাসন চালাতো এবং ব্যক্তির ওপর সমাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু এখন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির ওপর সমাজের প্রভাব কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

৯। **আধুনিককালে ব্যক্তির প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়** : আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফলে সমাজের চেয়ে ব্যক্তির প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি (Laski) বলেন, "I am unique, I am separate, I am myself."

১০। **একে অপরের পরিপূরক :** উন্নত সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যেমন উপযোগী, তেমনি সৃজনশীল ব্যক্তিগণ সমাজ উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে একে অপরকে প্রভাবিত করে উন্নয়ন ও পরিবর্তনের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে।

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। পানি ছাড়া যেমন মাছ বাঁচতে পারে না, ঠিক তেমনি সমাজ ছাড়া ব্যক্তিজীবন চলতে পারে না। আবার ব্যক্তি ছাড়া সমাজ অবাস্তব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল (Aristotle) তাই যথার্থই বলেছেন, "মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। যে সমাজে বাস করে না সে হয় পশু না হয় দেবতা।"

সারসংক্ষেপ

মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের অভিব্যক্তিই সমাজ। সমাজের মধ্যে ব্যক্তির জীবন অবর্তিত হয়। সামাজিক নিয়ম-কানুন মেনেই ব্যক্তি বিকশিত হয়। আদর্শ জীবন গঠনে সমাজের কোন বিকল্প নেই। ব্যক্তি জীবনের নিরাপত্তার জন্যও চাই সামাজিক দলবদ্ধতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আদর্শ জীবন গঠনের জন্য চাই –

(ক) ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ (খ) সমাজ

(গ) একক পরিবার (ঘ) যৌথ পরিবার

২। নিম্নের কোনটি ব্যক্তির চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়?

(ক) পরিবার (খ) গ্রাম

(গ) সমাজ (ঘ) ক্লাব

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

২। 'মানুষ সামাজিক জীব' – উক্তিটি আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (গ)

পাঠ-৩ : সমাজে বসবাসের কারণ ও সমাজের বিবর্তন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- মানুষ কেন সমাজে বসবাস করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

সমাজে বসবাসের কারণ

মানুষ সামাজিক জীব হলেও শুধু সমাজে বাস করে না। বরং একাধিক কারণে তারা সমাজে বাস করে। নিম্নে কারণগুলো আলোচনা করা হলো :

১. **স্বাভাবিক প্রবৃত্তি :** স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কারণেই মানুষ সমাজে বাস করতে বাধ্য হয়। কোন মানুষই নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতে চায় না, পারেও না। আশা-নিরাশা ও সুখ-দুঃখের বার্তা একজন আর একজনকে জানিয়ে আত্মতৃপ্তি ও সান্ত্বনা পেতে চায়। সমাজ ছাড়া মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে না কিংবা মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো বিকশিত হয় না। এরিস্টটল যথার্থই বলেছেন, "মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। যে সমাজে বাস করে না সে হয় পশু না হয় দেবতা।"

২. **নিরাপত্তা লাভ :** নিরাপত্তার তাগিদে মানুষ সমাজে বাস করে। এককভাবে বাস করলে জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়। পরাক্রমশালীদের আক্রমণের শিকার হতে হয়। সমাজবদ্ধ মানুষ যৌথভাবে এসব আক্রমণ প্রতিহত করে নিরাপত্তার মধ্যে নিশ্চিত জীবন যাপন করে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই নিরাপত্তা লাভের জন্য মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। টমাস হবসের মতে, "নিরাপত্তা লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানুষ সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলেছে।" তাছাড়া নিরাপত্তার সাথে সাথে শান্তির কামনাও মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে।

৩. **মানবিক ও গুণাবলির বিকাশ সাধন :** সমাজে বাস করার অন্যতম কারণ সমাজ মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে। সমাজে বাস করেই মানুষ দয়া, মায়া, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি অর্জন করে। পরিবারের বৃদ্ধির ফলেই সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবার থেকে লব্ধ ও বিকশিত মানবিক গুণাবলি সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

৪. **মৌলিক চাহিদা পূরণ :** সমাজে বাস করে বলেই মানুষ তার মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে যত দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন হয় তা পূরণের জন্য সে অন্যের উপর নির্ভরশীল। কেউ খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল। আবার যে খাদ্য উৎপন্ন করে সে হয়ত বস্ত্রের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে। এভাবে সমাজবদ্ধ মানুষ একে অপরের চাহিদা পূরণ করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, মানুষ একা বাস করতে পারে ন। মানবিক গুণাবলির বিকাশ, চাহিদা পূরণ ও নিরাপত্তা লাভের অন্তর্নিহিত তাগিদে মানুষ সমাজে বাস করে।

সমাজের বিবর্তন

সমাজ কখন কিভাবে গঠিত ও বিকশিত হয়েছে সমাজবিজ্ঞানীরা সে ব্যাপারে একমত নন। এ ব্যাপারে তেমন কোন প্রামাণ্য দলিলও পাওয়া যায় না। তবে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, জৈবিক চাহিদার কারণেই নারী-পুরুষ একত্রিত হয়, সন্তান-সন্ততির জন্মদান করে এবং পরিবার গঠন করে। পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে গোষ্ঠী ও গোষ্ঠী বৃদ্ধি পেয়ে উপজাতিতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ধর্মের বন্ধন, অর্থনৈতিক

ও রাজনৈতিক চেতনার সমন্বিত অবদানের ফলে সমাজ সৃষ্টি হয়। নিচে সমাজ বিকাশের ধারায় বিভিন্ন উপাদানের অবদান ও গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. **পরিবার :** পরিবারকে কেন্দ্র করে সমাজের ভিত্তি রচিত হয়। অবশ্য পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠার পূর্বেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছিল। অবাধ জীবনকালেও মানুষ কোন না কোন ভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল। তবে পরিবার ব্যবস্থা সুসভ্য সমাজের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবার গড়ে উঠে। রক্তের বন্ধনের কারণেই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা ও মায়া-মমতার সুদৃঢ় বন্ধন রচিত হয়। তাই পরিবার সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

২. **গোষ্ঠী :** পরিবার বৃদ্ধি পেয়ে গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। পরিবারের মত না হলেও রক্তের বন্ধনই জনগোষ্ঠীকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে। একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তের সম্পর্কগত ঐক্যানুভূতি, গোষ্ঠীপতির প্রতি আনুগত্য, গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত হওয়ার কামনা ও অন্য গোষ্ঠী হতে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা সুদৃঢ় বন্ধন হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে গোষ্ঠীবদ্ধ জনগোষ্ঠী সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়।

৩. **উপজাতি :** গোষ্ঠী সম্প্রসারিত হয়ে একাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয় এবং একাধিক জনগোষ্ঠী উপজাতিতে পরিণত হয়। রক্তের বন্ধন অপেক্ষা সাধারণ স্বার্থ ও একই সাথে ধর্ম পালনের যৌথ কামনা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে।

৪. **ধর্মের বন্ধন :** উপজাতির সম্প্রসারণের ফলে আত্মীয়তার সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে। এই পর্যায়ে ধর্মই ঐক্যের বন্ধন রচনা করে। উপজাতির শাসকই আবার ধর্মগুরু। তাই একই ধর্মবিশ্বাসী উপজাতিগুলো একতাবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে ব্যাপক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

৫. **অর্থনৈতিক চেতনা :** উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবর্তন ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উপজাতির অভ্যন্তরীণ জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন উপজাতির জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের বিস্তার ঘটে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মনে সঞ্চয়ের কামনা দেখা দেয়। সেই সাথে সম্পাদকে সংরক্ষণ ও নিরাপদ করার তাগিদে সে আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তাই অর্থনৈতিক কারণেও মানুষ সমাজবদ্ধ থাকার চেতনা লাভ করে।

৬. **রাজনৈতিক চেতনা :** অর্থনৈতিক চেতনার সাথে রাজনৈতিক চেতনা যুক্ত হয়ে সমাজ বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন-কানুন ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের বন্ধন সুসংগঠিত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং সমাজবদ্ধ মানুষকে বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক চেতনা দান করে যা পরবর্তীতে সুসংবদ্ধ সমাজের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

বস্তুত সমাজ কোন আকস্মিক ঘটনার ফল নয়। বরং পরিবার, গোষ্ঠী, উপজাতি, ধর্মের বন্ধন, অর্থনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক চেতনার সমন্বিত অবদানের ফলে সমাজের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়েই সমাজ অগ্রসর হচ্ছে।

সারসংক্ষেপে

সমাজে বসবাস করে মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে। বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করলে জীবনের নিরাপত্তা থাকে না। সমাজ থেকেই ব্যক্তি মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে। মৌলিক চাহিদার পূরণের জন্যও মানুষ সমাজের কাছে ঋণী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। পরিবার বৃদ্ধির ফলেই —— সৃষ্টি।

২। নিরাপত্তার —— মানুষ সমাজে বাস করে।

৩। যে সমাজে বাস করে না সে পশু অথবা ——।

৪। সমাজ কোন —— ঘটনার ফল নয়।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। মানুষ কেন সমাজে বসবাস করে তা আলোচনা করুন।

২। ব্যক্তি জীবনে সমাজের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৩। সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। সমাজের, ২। জন্য, ৩। দেবতা ৪। আকস্মিক।

পাঠ-৪ : সামাজিক পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সামাজিক পরিবর্তন বলতে কি বুঝায় তা আলোচনা করতে পারবেন।
- সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

সমাজ গতিশীল মানবিক সংগঠন। মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিনিয়ত সমাজজীবনে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন সাধিত হচ্ছে। পূর্বে সমাজজীবনে যেসব রীতিনীতি প্রচলিত ছিল আজ তাদের অনেকগুলোই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তাদের স্থলে জন্মলাভ করেছে হাজারো নতুন রীতিনীতি ও প্রথা। পরিবর্তনের ধারায় নতুনের আবির্ভাব হচ্ছে এবং পুরাতন বিলুপ্ত হচ্ছে।

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা

সামাজিক পরিবর্তন হলো সামাজিক কাঠামোর পুনর্গঠন বা রূপান্তর। অর্থাৎ একটি বিশেষ সামাজিক রূপ থেকে অন্যরূপ ধারণ করাকেই সামাজিক পরিবর্তন বলে।

সামাজিক পরিবর্তন বলতে মূলত সমাজের কাঠামো, সংগঠন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রীতিনীতি প্রথাসহ ব্যক্তির ভূমিকা ও আত্মমর্যাদাবোধের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনকে বোঝায়।

গার্থ ও মিলস (Gerth and Mills)-এর মতে, 'কালের গতিতে রীতিনীতি বা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক ব্যবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে থাকে তাকে সামাজিক পরিবর্তন বলে।'

ম্যাকাইভার (Maciver) বলেন, 'সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন।'

স্যামুয়েল কোয়েনিগ (Samuel Kuanig)-এর মতে, 'সামাজিক পরিবর্তন দ্বারা কোনো জাতির জীবনযাপন পদ্ধতির রূপান্তর, সংশোধন ও পরিবর্তনকে বোঝায়।'

উইলিয়াম এফ অগবার্ন (William F. Ogburn) বলেন, 'সমাজে বসবাসরত মানুষের কৃষ্টিগত ও সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের নামই সামাজিক পরিবর্তন।'

অতএব, সামাজিক পরিবর্তন বলতে বোঝায় সমাজের মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, শিল্পক্ষেত্র, দর্শন, কলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অথবা তথা জীবনাদর্শসহ সর্ববিষয়ের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিবর্তন।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

বিভিন্ন কারণে সামাজিক পরিবর্তন হয়ে থাকে। নিম্নে সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো :

১। **প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব** : কোনো অঞ্চলের আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভূমির গঠনে পরিবর্তন হলে সেখানকার জনগোষ্ঠীকে নতুন অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। এতে সামাজিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়।

২। **রাজনৈতিক প্রভাব** : অনেক সময় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে দেশের সামাজিক কাঠামো ও আদর্শের পরিবর্তন সূচিত হয়। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পরিবর্তনের ধারক ও বাহক।

৩। **অর্থনৈতিক প্রভাব :** উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলে সামাজিক কাঠামো, ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ফলে মানুষের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

৪। **ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিবর্তন :** কোনো নতুন ধর্মের আবির্ভাব ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটায়। ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটলে একটি জনসমষ্টি অথবা জাতির আচার-আচারণ ও জীবনাদর্শের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে।

৫। **সাংস্কৃতিক পরিবর্তন :** সমাজবিজ্ঞানীগণ সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। অগবার্ন (Ogburn) বলেন, 'সামাজিক রিবর্তনের মূলে রয়েছে সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মানসিকতা, রীতিনীতি, উৎপাদন পদ্ধতি ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন।

৬। **বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবন :** বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষের কর্মপদ্ধতি ও চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমাজ ও সামাজিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে।

৭। **তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন :** বিজ্ঞানের নতুন নতুন প্রযুক্তি সমাজজীবনে গভীর পরিবর্তন এনেছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যসহ সর্বত্রই বিজ্ঞান প্রভূত পরিবর্তন এনেছে।

৮। **সংস্কার ও বিপ্লব :** সংস্কার ও বিপ্লব সমাজের কাঠামো, মূল্যবোধ ও চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ ধারায় প্রবাহিত করে। যেমন– জাপানের মেইজি সংস্কার আন্দোলন জাপানকে কৃষি থেকে শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের পরিণত করেছে।

৯। **বিবর্তনবাদ :** সামাজিক পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে বিবর্তনবাদ। এ বিবর্তনবাদের অব্যাহত কর্মধারা সমাজের বিদ্যমান। যা সমাজসংস্কারে কার্যত মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

১০। **দ্বান্দ্বিকতা :** কার্ল মার্কস (Karl Marx) বলেছেন, 'শোষণ-বৈষম্য ও শোসণহীনতা এবং সাম্য দুয়ের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কই সমাজ পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে।' সুতরাং সমাজ পরিবর্তনের পেছনে দ্বান্দ্বিকতা একটি অপরিহার্য কারণ।

১১। **উদ্বৃত্ত মূল্য :** Surplu value বা মূল্যের উদ্বৃত্ত তত্ত্ব সমাজ পরিবর্তনের আরও একটি কারণ। এ উদ্বৃত্ত বিষয়টি সমাজের মধ্যে সচেতনতা আনে এবং সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে মানুষ কর্তৃক গৃহীত হয়। ফলে সামাজিক পরিবর্তন আসে।

১২। **শ্রেণীসংগ্রাম :** মার্কস (Marx) বলেছেন, 'সমাজ পরিবর্তিত হয় কেবল শ্রেণীসংগ্রামের কারণে।' এ শ্রেণীসংগ্রাম ধনী এবং দরিদ্র বিষয়টিকে সমাজ হতে দূরীভূত করে। আর সমাজ পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রাখে।

১৩। **বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার প্রভাব :** সামাজিক পরিবর্তনের মূলে মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধির প্রভাব অপরিসীম। চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তি সামাজিক পরিবর্তনের উৎস।

১৪। **ব্যক্তিত্বের প্রভাব :** সামাজিক পরিবর্তনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গার্থ ও মিলস (Gerth and Mills) বলেন, 'সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয় ক্ষণজন্মা ব্যক্তির নির্দিষ্ট ভূমিকা, যান্ত্রিক আবিষ্কার ও ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে।'

১৫। **মরিস জিলবার্গ প্রদত্ত গবেষণালব্ধ কারণ :** সমাজবিজ্ঞানী মরিস জিনসবার্গ (Morris Ginsburg) সামাজিক কারণ অনুসন্ধান সংক্রান্ত গবেষণায় দেখিয়েছেন ব্যক্তিসমষ্টির সচেতনতা, সাংগঠনিক পরিবর্তন, বহিরাগত প্রভাব, প্রতিভাবান ক্ষণজন্মা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব, বিভিন্ন কারণে সংমিশ্রণ, সাধারণ লক্ষ্য।

সারসংক্ষেপ

সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি পরিবর্তিত হলেই মূলত সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। আর এ পরিবর্তন নির্ভর করে সমাজবদ্ধ মানুষের চিন্তা-চেতনার ওপর। বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতি মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটায়। ফলে কোনো নির্দিষ্ট কারণ সামাজিক পরিবর্তন ঘটায় না। বহুবিধ কারণের সংমিশ্রণেই সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন – উক্তিটি কার?

(ক) ম্যাকাইভার (খ) অগবার্ন

(গ) গার্থ (ঘ) মিলস

২। প্রযুক্তি সমাজ জীবনের কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে?

(ক) শিক্ষা (খ) কৃষি

(গ) শিল্প (ঘ) উপরের সবকটি

(খ) রচনামূল্যক প্রশ্ন

১। সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে? সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ক), ২। (খ)